2 যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ কাকে বলে? যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কে হার্বার্ট স্পেনসার, ল্যামার্ক ও ডারউইনের মতবাদ সবিচার আলোচনা করো।

উত্তর

যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ

জড়জগতের ও জীবজগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক অভিব্যক্তিবাদের বিপরীত মতবাদ হল যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ। যে মতবাদ অনুসারে জড়জগৎ ও জীবজগৎ সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের

Scanned with CamScanner

পিছনে কোনো সচেতন অলৌকিক সত্তার উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে, মহাশূন্যে অসংখ্য জড়কণিকার আকস্মিকভাবে, যান্ত্রিকভাবে স্বতঃসঞ্জাত সংঘাতে ও আকর্ষণ-বিকর্ষণে জগতের সকল বস্তু, প্রাণী, মন, প্রাণ, চেতনা সব কিছুই সৃষ্টি হয় ও ক্রমশ বিবর্তিত হয়, অভিব্যক্ত হয়, সেই মতবাদকে বলা হয় যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ। হার্বার্ট স্পেনসার, ল্যামার্ক, ডারউইন প্রমুখ দার্শনিক যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদের সমর্থক।

হার্বার্ট স্পেনসারের যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ

স্পেনসারের মতে জড়, গতি, বল এই তিনটি হল অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার মূল উপাদান। জগৎসৃষ্টির পূর্বে জগতের প্রাথমিক উপাদানগুলি গ্যাসীয় আকারে কোনো নীহারিকার অংশ ছিল। তার কিছুটা অংশ আকস্মিক নিয়মবলে সংকুচিত হয়ে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। এরপর এরা পৃথকীকরণ পদ্ধতিতে নীহারিকা থেকে বেগবলে নিষ্ক্রান্ত হয়। সূর্য থেকে আবার কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রহ-উপগ্রহ উৎপন্ন হয়। মহাকর্ষের প্রবল আকর্ষণে তারা সূর্যের চারপাশে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবীও প্রথমে গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। এর কিছুটা আকস্মিকভাবে জমাট হয়ে ভূপৃষ্ঠ, কিছুটা জল ও বায়ুতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বহু যুগ ধরে সমুদ্রগর্ভে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে আকস্মিকভাবে এককোশী সরল জীবনের আবির্ভাব হল, জড়াম্বক, কার্বন, অক্সিজেন প্রভৃতি প্রাণ উৎপন্ন হল। তারপর কোশ বিভাজনের মাধ্যমে বহুকোশী উদ্ভিদ ও প্রাণী উৎপন্ন হল। প্রাণীদেহকে আশ্রয় করে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মন ও চেতনার আবির্ভাব ঘটেছে। সুতরাং, স্পেনসারের মতে যান্ত্রিক নিয়মে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জগতের অভিব্যক্তি হচ্ছে।

ল্যামার্কের যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ

ল্যামার্কের যান্ত্রিক জৈব অভিব্যক্তিবাদের মূল কথা হল—

[1] **ল্যামার্কের মতে জীবের উৎপত্তি প্রক্রিয়া:** ল্যামার্কের মতে প্রাণহীন জড় থেকে যান্ত্রিকভাবে জীবের উৎপত্তি হয়েছে। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি পরমাণুগুলি আকস্মিকভাবে মিলিত হয়ে প্রোটোপ্লাজম নামে এককোশী জীবের উৎপত্তি হয় এবং পরবর্তী সময়ে কোশ বিভাজনের মাধ্যমে বহুকোশী জীব, উদ্ভিদ, পশু, মানুষ সব কিছুরই উৎপত্তি হয়েছে।

[2] **ল্যামার্কের মতে জৈব অভিব্যক্তি:** নিম্নতম প্রজাতি হতে পরিবেশের নানা প্রভাবের ফলে অর্জিত গুণাবলি পরবর্তী প্রজাতিতে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে উন্নত প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। সন্তান পিতার অর্জিত গুণাবলি বংশানুক্রমিকভাবে লাভ করে। ওই সন্তান যদি পিতার মতো একই পরিবেশে বেড়ে ওঠে তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলি ব্যবহারের ফলে এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে তার থেকে নতুন প্রজাতির অভিব্যক্তি ঘটে।

ডারউইনের যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ

ডারউইনের জৈবিক অভিব্যক্তিবাদের মূল কথা হল—

[1] **ডারউইনের মতে জীবদেহের পরিবর্তন আকস্মিকভাবে ঘটে:** ডারউইনের মতে জীব জননকোশে আকস্মিক পরিবর্তনের ফলেই জীবদেহের গঠনে পরিবর্তন ঘটে। কোনো প্রজাতির কোনো পুরুষের জননকোশে আকস্মিকভাবে কোনো নতুন ধর্ম দেখা দিতে পারে। এর ফলে ওই প্রজাতি এমন এক সুবিধাজনক দৈহিক অঙ্গসংস্থানের অধিকারী হয় যার ফলে ওই প্রাণীটি জীবনসংগ্রামে সাফল্য লাভ করে। প্রকৃতি যেন ওই প্রজাতিকে জীবনযুদ্ধে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এক উপহার দান করে। এটা যদি না হত তবে ওই প্রজাতি জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যেত। জীবদেহের ওই আকস্মিক পরিবর্তন বংশানুক্রমিকভাবে সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। একে বলা হয় বংশগতি।

[2] **জীবনসংগ্রাম:** গাছপালা, পশু, পাখি প্রত্যেক প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা এত বেশি যে সবাই যদি বেঁচে থাকে তবে জগতে খাদ্য ও আশ্রয়ের সংকুলান হবে না। তবুও প্রত্যেক প্রজাতির জীবসংখ্যা সমান থাকে। কেন-না

Scanned with CamScanner

বাঁচার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করতে হয়। এই জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমই টিকে থাকে। প্রকৃতি যে প্রাণীকে টিকে থাকার জন্য বিশেষ দৈহিক অঙ্গসংস্থান দান করেছে সে-ই টিকে থাকবে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাণীটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একেই বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন।

সমালোচনা

যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কে স্পেনসার, ল্যামার্ক এবং ডারউইনের মতবাদ সমালোচনামুক্ত নয়।

[1] প্রাথমিক উপাদানগুলি যদি সাম্যাবস্থায় থাকে তবে কেন হঠাৎ বৈষম্যপ্রাপ্ত হবে তার কোনো উত্তর স্পেনসার দিতে পারেননি।

[2] ল্যামার্কের মতে পরিবেশের প্রভাবই দৈহিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে পরিবেশ জীবদেহের আকার কিছুটা পরিবর্তন করতে পারলেও জীবদেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। যদি পরিবেশের প্রভাবে জীবের অভিব্যক্তি হয় তবে সেই অভিব্যক্তিকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

[3] ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের ভিত্তি আকস্মিকতাবাদ ও যান্ত্রিকতাবাদ। কিন্তু জীবনসংগ্রামের উদ্দেশ্য প্রাণীর আত্মরক্ষা ও বংশবিস্তার। তাই যদি হয় তবে যান্ত্রিকতাবাদকে পরিহার করে উদ্দেশ্যবাদকে স্বীকার করতে হয়।

মূল্যায়ন: যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদীরা যান্ত্রিকভাবে আকস্মিকভাবে জড় থেকে জড়জগতের ও জীবজগতের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এর সপক্ষে আজও কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই এই মতবাদ সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি।

Scanned with CamScanner

1 অভিব্যক্তিবাদ কাকে বলে? অভিব্যক্তিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কী? অভিব্যক্তিবাদের সপক্ষে যুক্তি কী?

উত্তর

অভিব্যক্তিবাদ

জড়জগৎ ও জীবজগৎ কীভাবে সৃষ্টি হল এবং কীভাবে বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হল—এই প্রশ্নে সৃষ্টিবাদের বিরোধী বৈজ্ঞানিক মতবাদ হল অভিব্যক্তিবাদ বা ক্রমবিকাশবাদ। এই বিশ্বপ্রকৃতি এখন যে অবস্থায় আছে তা কোনো এক অলৌকিক শক্তির দ্বারা হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি। জগতের বর্তমান অবস্থা প্রকৃতির মৌলিক, প্রাথমিক অবস্থার ক্রমবিকাশের ফল—এই বক্তব্য যে মতবাদে পাওয়া যায়, সেই মতবাদকে বলা হয় অভিব্যক্তিবাদ।

হার্বার্ট স্পেনসার, ল্যামার্ক, ডারউইন, ভাইসম্যান, হোগল, বোসাঙ্কেয়েট, স্যামুয়েল আলেকজান্ডার প্রমুখ এই মতবাদের সমর্থক।

অভিব্যক্তিবাদের বৈশিষ্ট্য

অভিব্যক্তিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

[1] **অভিব্যক্তির পদ্ধতি:** অভিব্যক্তির পদ্ধতি হল সরল থেকে যৌগিক অবস্থায়, অনুন্নত থেকে উন্নত অবস্থায়, নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে, মৌলিক থেকে জটিল ও জটিলতর স্তরে ক্রমপরিবর্তন।

Scanned with CamScanner

[2] **ক্রমিক পরিবর্তন:** ক্রমবিকাশের ধারায় পূর্ববর্তী অবস্থা ও পরবর্তী অবস্থার মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত অল্প। এটি এক ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ।

[3] **কালিক পরিবর্তন:** ক্রমবিকাশের বা অভিব্যক্তির সূচনাকাল থাকলেও অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া কখনও শেষ হয় না, চলতেই থাকে।

[4] **শ্রেণিগত শৃঙ্খলা:** সব কিছুর ক্রমবিকাশের একটি ক্রমিক শৃঙ্খলা আছে, বিশৃঙ্খলভাবে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। প্রতিটি পরিবর্তন তার পূর্ববর্তী পরিবর্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

[5] **অন্তর্নিহিত কারণ:** অভিব্যক্তির মধ্যে অভিব্যক্তির কারণ নিহিত থাকে।

[6] **সৃজনমূলক সমন্বয়:** অভিব্যক্তিতে পুরাতন্ত্রের এমন সুষম সমন্বয় ঘটে যে আমরা নতুন কিছু সৃষ্টি হয়েছে দেখতে পাই।

অভিব্যক্তিবাদের সপক্ষে যুক্তি

অভিব্যক্তিবাদের সপক্ষে যুক্তিগুলি হল—

[1] **বৈজ্ঞানিক মতবাদ:** ডারউইন, ল্যামার্ক, ভাইসম্যান প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানী বহুগবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে অভিব্যক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই এই মতবাদ একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ।

[2] **সৃষ্টিবাদ কাল্পনিক মতবাদ:** সৃষ্টিবাদ অনুসারে ঈশ্বর তার ইচ্ছানুসারে কোনো একদিন এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অভিব্যক্তিবাদীরা বলেন ঈশ্বর হল কাল্পনিক ও অপ্রমাণিত তত্ত্ব। তা ছাড়া লৌকিক ঘটনার কারণ হিসেবে অলৌকিক সত্তা স্বীকার করা অযৌক্তিক। তাই এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

[3] **জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমর্থন:** জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সৌরমণ্ডল ও নক্ষত্রপুঞ্জের বর্তমান অবস্থা কোটি কোটি বৎসরের এক মৌলিক তরল অগ্নিকুণ্ডের ক্রমপরিণতির ফল। নক্ষত্রের তাপমাত্রা বহুকাল ধরে হ্রাস পাওয়ার ফলে তাতে নানাধরনের রাসায়নিক পদার্থ আত্মপ্রকাশ করে পৃথিবী, জল, বায়ু, প্রাণী সব কিছুই সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমবিবর্তিত হচ্ছে।

[4] **ভূতত্ত্ববিদদের সমর্থন:** ভূতত্ত্ববিদরা মাটির বিভিন্ন স্তর গবেষণা করে প্রমাণ পেয়েছেন যে আমাদের পৃথিবী তরল ও উত্তপ্ত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে কঠিন আকার ধারণ করেছে। ভূস্তরে পাওয়া জীবাশ্ম থেকে যে বর্তমানে উন্নত জীব এসেছে তা প্রমাণিত হয়েছে।

[5] **প্রাণীবিদ্যার সমর্থন:** প্রাণীবিদরা গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন এককোশী প্রাণী বহুপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বহুকোশী প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। ডারউইনের মতে, বহুকাল ধরে ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে এক জাতি অপর জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন এপ বানর থেকেই আজকের মানুষের উৎপত্তি হয়েছে।

মূল্যায়ন: সুতরাং, বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় অভিব্যক্তিবাদ আজ একটি বিশ্বাসযোগ্য মতবাদ।

Scanned with CamScanner